দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 NOV 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

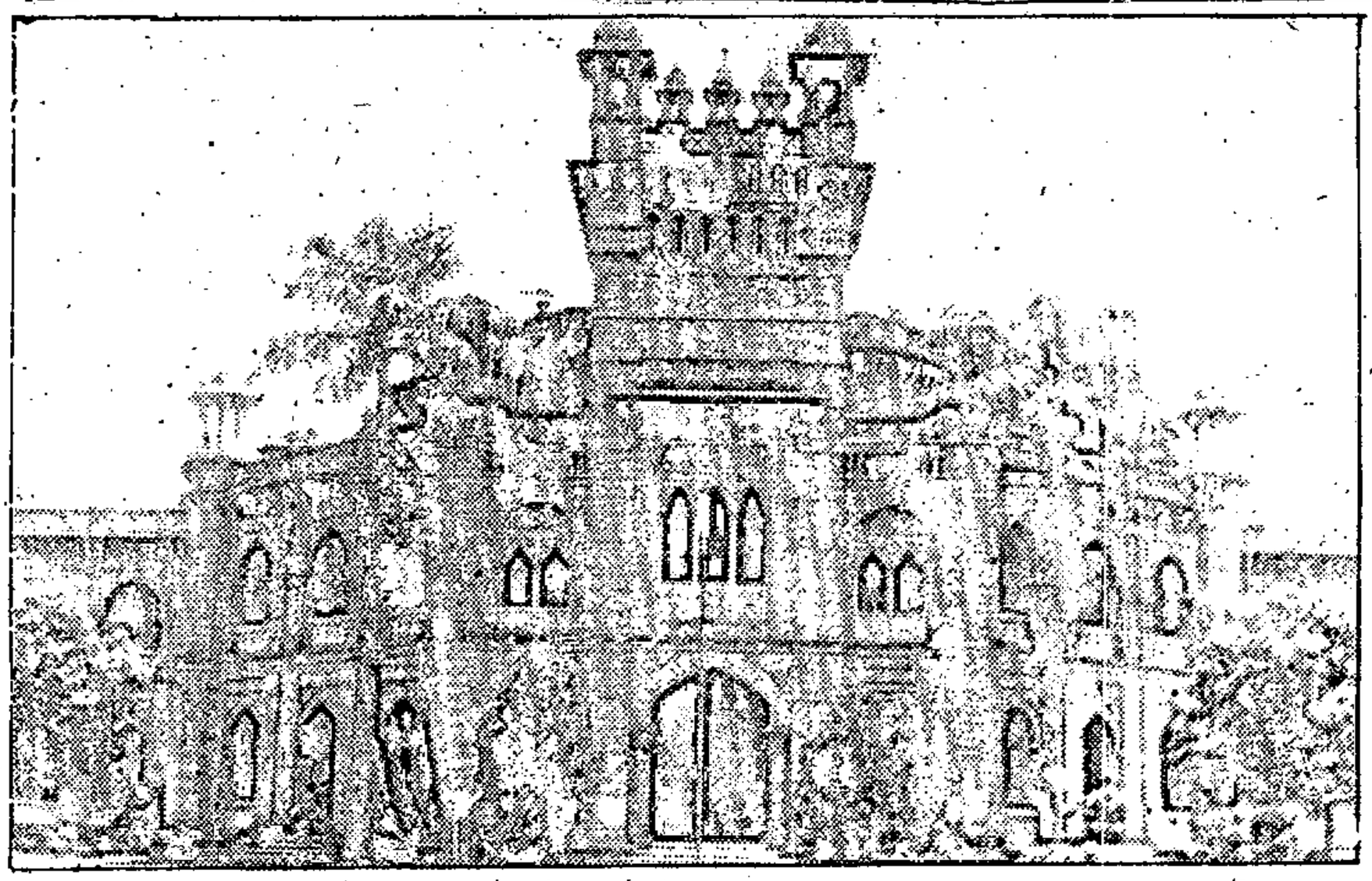

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল। ঠিক যেন মায়ের মমতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে -ইত্তেফাক

আবার রক্তস্রোত

ক্যাম্পাস কি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে এক তরুণ ছাত্র নেতাকে। সন্ত্রাসীদের বুলেটের আঘাতে আহত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অফিসার, ২ জন কর্মচারী। নিহত ছাত্র নেতার পরিচয়, তিনি ছাত্রদলের একজন কেন্দ্রীয় নেতা। ছাত্রদলের নাট্য সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যস্ত এলাকা রেজিষ্ট্রার ভবনের ক্যাশ সেকশনে তাকে ধাওয়া করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ছিল এই ঘটনা। কয়েকশত অফিসার-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীর চোখের সামনে সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় ছিল মাত্র ২ জন। তাদের হাতে ছিল অস্ত্র। তাই প্রশাসনিক ভবনের কোন অফিসার-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি তাদের বিরুদ্ধে। বরং প্রাণভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করেছে। প্রায় ৫/৭ মিনিট সময় ধরে সন্ত্রাসীরা 'অপারেশন' চালিয়েছে প্রশাসনিক ভবনে। এ সময় অফিসার-কর্মচারীরা হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করেছিল। কোন লাভ হয়নি। সন্ত্রাসীদের পাষাণ হৃদয় গলেনি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী কর্মকর্তা জানান, 'দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল কোন ছায়াছবির স্যুটিং চলছে'। মানুষ-মানুষকে এত কাছাকাছি অবস্থানে গুলী করে হত্যা করতে পারে এখনও এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারছি না।

দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন গোলাগুলীর ঘটনা ঘটেনি। ক্লাস চলছে নিয়মিত, পরীক্ষা হচ্ছে যথারীতি, একাডেমিক ক্যালেণ্ডার চালু হয়েছে। সবকিছুই যেন আশার কথা। শুভ সংবাদ। সুন্দর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সন্ত্রাসের সেই আতংক অনেকের স্মৃতিতে মুছে যাচ্ছিল। কিন্তু পহেলা নভেম্বরের মর্মান্তিক ঘটনায় পুনরায় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী, অফিসার-কর্মচারী সকলের বক্তব্য, আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। জীবনের নিরাপত্তা না পেলে কিভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবো।

ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মধ্যেও উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানান, বাহ্যিকভাবে ক্যাম্পাসকে নিরাপদ মনে হলেও সন্ত্রাসের আতংক কখনই কমেনি। হলে-হলে আধিপত্য বিস্তার, চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে কার প্রভাব থাকবে, এলাকাভিত্তিক রাজনীতির পরিবেশ জোরদার রাখা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় ২/৩টি ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কখনই কমেনি। বরং তুষের আগুনের মত নিভৃতে জ্বলছিল। সংগঠনের অভ্যন্তরে দল, উপদল সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ-বিশেষ নেতার পরিচয়ে চাঁদা আদায়, হলে আধিপত্য বিস্তারের ঠান্ডা লড়াই চলছে ক্যাম্পাসে। এর পরিণতিতে কেন্দ্রীয় নেতারাও লাঞ্ছিত হচ্ছেন।

একটি সূত্রের মতে, বর্তমানে ক্যাম্পাসে উত্তর-দক্ষিণপাড়ার রাজনীতির পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক রাজনীতিও চলছে। সংগঠনের অভ্যন্তরে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এলাকার প্রাধান্য বেশী। রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোন নেতার পরামর্শ অনুযায়ী দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে। একই সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে পছন্দের রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অমুক ভাই তমুক ভাইয়ের সমর্থক হিসেবেও ভূমিকা পালন করছেন কেউ-কেউ। ২/৩টি ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাদের মধ্যে এমন

> অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগতরাই হল পরিচালনায় ভূমিকা রাখছেন। হলের কক্ষ কার নামে বরাদ্দ হবে তাও নির্ধারণ করে বহিরাগতরা। পাশাপাশি কিছু প্রাক্তন ছাত্র যেন ক্যাম্পাসের আজীবন অধিবাসী হিসেবে বসবাস করছেন। ক্লাস পরীক্ষা, পড়াশুনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ঠিকাদার, দোকানদার, ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসূত্র রাখাই যেন তাদের প্রধান কাজ।

অনেকেই রয়েছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, ক্যাম্পাসে একজন বৈধ ছাত্রের চেয়েও বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। প্রায় প্রতিটি হলে অবৈধভাবে বসবাস করছেন বহিরাগতরা। কর্তৃপক্ষ জেনেও না জানার ভান করেন। অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগতরাই হল পরিচালনায় ভূমিকা রাখছেন। হলের কক্ষ কার নামে বরাদ্দ হবে তাও নির্ধারণ করে বহিরাগতরা। পাশাপাশি কিছু প্রাক্তন ছাত্র যেন ক্যাম্পাসের আজীবন অধিবাসী হিসেবে বসবাস করছেন। ক্লাস পরীক্ষা, পড়াশুনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ঠিকাদার, দোকানদার, ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসূত্র রাখাই যেন তাদের প্রধান কাজ। এদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন সময়ই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। পহেলা নভেম্বরের ঘটনার পর ছাত্র-ছাত্রীদের মনেও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শর্মিলা রহমান নামে একজন ছাত্রী বললেন, ক্যাম্পাসে ঢুকলেই মনের ভেতর ভয় শুরু হয়। শুধু মনে হয় এই বুঝি গোলাগুলী শুরু হল। ক্লাসে মন বসে না। মাহবুব সাদেক নামে একজন ছাত্র বললেন, হলের পরিবেশ যেন আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। হল গেটে পুলিশের প্রহরা অথচ ভিতরে বহিরাগতদের দাপট। মানসিক অশান্তিতে দিন কাটছে আমাদের।

পহেলা নভেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। এই ঘটনায় জড়িতরা গ্রেফতার না হলে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে আমাদের স্বপ্ন অনেক বেশী। একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু হবার পর নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে এই মুহূর্তে সন্ত্রাস প্রতিরোধের সম্মিলিত প্রতিরোধ দরকার। ☐ নিজস্ব প্রতিনিধি